বাস্তবতার এক ঝলক

Edition-2023

আশরাফুল ইসলাম তন্ময়

সুচিপত্র

বাস্তবতা	4
সাফল্যের চাবিকাঠি	6

First Edition - 2023

[বিঃদ্রঃপরবর্তী আরো গল্প এবং কবিতা যোগ করা হবে সুচিপত্রে]

For Updates :

https://sites.google.com/view/intellitechitconsulting/updates/বসতবতর-এক-ঝলক

বাস্তবতা

বাস্তবতা, এ নামটি আমাদের জীবনে একবার না হলেও একবার ভাবিয়েছে। বাস্তবতা একটি কঠিন বিষয়। যা সহজে অনুভব করা যায় না। বাস্তবতা কখনো একজনের জন্য সুখ, কখনো একজনের জন্য কষ্ট-বেদনা হয়ে দাঁড়ায়। সেই বাস্তবতা কখনো আমাদের হাসায়, কখনো আমাদের কাঁদায়। বাস্তবতাকে কখনো কেউ মেনে নিতে চায় না, কখনো আবার তা ছেড়ে দিতেও চায় না। কিন্তু বাস্তবতা তো সেটাই যা বাস্তবে ঘটেছে। তা পরিবর্তন করা যায় না। আমার জীবনেও তাই, বাস্তবতাকে আমি কখনো মেনে নিতে চাই না। কারণ বাস্তবতার কাছে আমি বড় অসহায়। বাস্তবতা ও স্বপ্ন এক নয়। স্বপ্ন হাসায়, কখনো কাঁদায়। যা স্বল্প সময়ের জন্য। কিন্তু বাস্তবতা সম্পন্ন ভিন্ন। বাস্তবতা মানুষকে ভেঙ্গে দেয়। বাস্তবতাকে ভুলে যাওয়া যায় না। তা মনের ভিতরে থেকে কষ্ট দিতে থাকে। যার যেটা নেই সে কখনো সেটার মূল্য বোঝেনা,

একমাত্র সেই ব্যক্তি সেটার মূল্য বুঝে যার কোন জিনিস পূর্বে ছিল কিন্তু এখন নেই। যেমনঃ বাবা-মা। যার বাবা-মা আছে, সে কখনোই তার মর্যাদা বুঝে না। আর যার নেই, সেই একমাত্র বুঝে তাদের হারানোর কষ্ট। "বাস্তবতা নিছক এক মায়া, যদিও এটি খুব স্থায়ী"। আমি বলি,"হয় আপনি বাস্তবতার সাথে আপোষ করেন, আর তা না হয় বাস্তবতা আপনার সাথে মিশে যাবে। যদিও তা একজনের কাছে পাগলামি আর একজনের কাছে বাস্তবতা। মানুষ ব্যর্থ ভেবে কষ্ট পায় বা হার ছেড়ে দেয়। কিন্তু চেষ্টা না করাই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। বাস্তবতার কঠিন এক উদাহরণ হলঃ যখন কোন মানুষ সাফল্য অর্জন করে, তখনই সে তার প্রিয়জনকে হারায়। কিন্তু আমি মনে করি, আপনি সফল হয়েছেন, কারণ আপনি আপনার প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। কারণ তার হারানোই ছিল আপনার জন্য অনুপ্রেরণা। তাই এই বাস্তবতাকে মেনে এগিয়ে যান, দেখবেন আপনি সুখী হয়েছেন। যা কিছু হয়, আল্লাহর খুশিতে। আল্লাহ আপনাকে ভালবেসেই তা

দিয়েছেন। তাই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে যান, আপনি দেখবেন আপনার সুখী হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে সেই বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া। আল্লাহ আমাদের যেন সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুক।(আমিন)

সাফল্যের চাবিকাঠি

শুরু করতেছি মহান আল্লাহর নামে যিনি আমাদের অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হল সাফল্য। সাফল্য এমন একটি নেয়ামত যা আমাদের যোগ্যতা দিয়ে অর্জন করতে হয়। সাফল্য মূলত আপেক্ষিক বিষয়। সাফল্য কারো ভাগ্যে থাকে না। তা কঠোর পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করতে হয়। সাফল্য অর্জনের জন্য প্রথমে চরিত্র গঠন করতে হয়। কারণ সুন্দর চরিত্র গঠনই হলো মানবজীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীগঞ্জ চরিত্রকে মানব জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে অবিহিত করেছেন। আমি আমার জীবনে অভিজ্ঞতা থেকে বলি। আমি ছোট বেলা থেকেই জ্ঞান পিপাসু

ছিলাম। ছোটবেলায় এত জ্ঞানী না হলেও প্রত্যেক কাজে ছিল আমার জন্য শিক্ষা। ছোটবেলা থেকেই নানা কষ্ট সহ্য করতে হতো আমাকে। আমার জীবনের নৌকায় এত বেশিদূর না গেলেও, আমি অল্প সময়ে যা অর্জন করতে পেরেছি তা থেকে আপনাদের জন্য একটি উপহার রেখে যেতে দিতে চাই। এটি আমার প্রথম লেখা, যদি আমার কোন ভুল হয় বা আপনাদের কষ্ট দিয়ে থাকে তাহলে আমাকে ক্ষমার চোখে দেখবেন।

সাফল্য অর্জন করতে হলে আমাদের চরিত্র গঠন ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে 'Failure is the pillar of success'। কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে কাজ করে গেলে সাফল্য অবধারিত। যার আকাঙ্ক্ষা যত বড়, সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের কর্ম সাধনাও তত কঠোর। এই পৃথিবীতে সাফল্য অর্জন করতে হলে নানা সমস্যা, ঝড় ঝাপটা, ক্ষয়ক্ষতি অতিক্রম করতে হবে। জীবনে অনেক সমস্যা আসবে কিন্তু তা ধৈর্য ও

সাধনার মাধ্যমে লড়াই করতে হবে। সেই কবিতাটি মনে করেন। কবি কালী প্রসন্ন ঘোষের বিখ্যাত উক্তিঃ

"পারিব না কথাটি বলিও না আর,
এ কেন পারিবে না তাহা ভাবো একবার,
পারো কি না পারো যতন কর আবার
একবার না পারিলে দেখো শতবার"।

এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের কখনো হার মানা যাবে না, তা বারবার করার চেষ্টা করতে হবে। যদি একবার না পারি, তাহলে তা একশত বার করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা তা স্কটল্যান্ড এর রাজা ও ফ্রান্সের বিখ্যাত কার্লাইল এর উদাহরণ দেখতে পারি। তোমার আকাঙ্খার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাও, দেখবে সাফল্য তোমার হাতের মুঠোয়। পরিশ্রম সাফল্যের চাবি। আর সেই পরিশ্রম দ্বারাই আমাদের সাফল্য অর্জন করতে হবে। এখন আসা যাক আমাদের জীবনের মূল সাফল্য কি? আমাদের জীবনের মূল সাফল্য হলো মানুষের মনে অমর

হয়ে থাকা। আমি এখন বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব ঘটনা বলব।"মানুষ এমন একটি বোকা প্রাণী যে সে সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে তার স্বাস্থ্য হারায় এবং সেই স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা করতে সেই সম্পদ হারায়। সে এমনভাবে জীবন অতিবাহিত করে যেন সে কখনো মরবে না কিন্তু সে এমন ভাবেই মরে যেন সে কখনো জন্মায়নি"। তাকে সবাই ভুলে যায়। সে যে তার জীবনের এত কষ্ট ও সাধনার মাধ্যমে যে সম্পদ অর্জন করেছিল, সে আর তা ভোগ করে যেতে পারল না। সে এর সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে নানা মানুষের অধিকার, সম্মান, সম্পদ মেরেছিল। কিন্তু আফসোস সে তার জীবনের আসল সাফল্যেই অর্জন করতে পারল না। আমাদের জীবন তখনই সার্থক, যখন আমরা অন্যের উপকার করে ও সাহায্য করে যেতে পারবো। তারা আপনার অনুপুস্তিতে আপনার সুনাম করতে থাকবে।আপনি অন্যকে সাহায্য করলে, আপনি আপনার মনে যে শান্তি অনুভব করবেন তা কখনো টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন না। যাই হোক অনেক

কথা বললাম। জানেন আমাদের সমস্যাটা কোথায়। তাহলে আমাদের অন্তরে। কারণ আমরা সহজে হার মেনে যায়। আমাদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। কারণ আল্লাহ তায়ালা সূরা আয়াত দুহাতে আশার আলো দিয়েছেন। আমরা ধৈর্য ধরে সামনে এগিয়ে যাব। ধৈর্য মানব জীবনের মহৎ গুণ। আর যে ধৈর্য ধারণ করবে সে সাফল্য অর্জন করবেই। এতক্ষণ তো বললাম সাফল্য নিয়ে বা সাফল্য কিভাবে লাভ করতে হয়। কিন্তু এখন আমি বর্তমান বিশ্বের কি পরিস্থিতি, তা নিয়ে বলবো। সাফল্য তো সবাই চায়। কিন্তু কতজন বা সাফল্য অর্জন করতে পারে। সবাই তো এখন পৃথিবী নিয়ে ভাবতে ব্যস্ত। কেউ ঘরে মেয়ের পিছনে, কেউ ঘুরে সম্পদের পিছনে, কেউ ঘরে খারাপ কাজের দিকে। তাহলে মানুষ কিভাবে সাফল্য অর্জন করবে। আমরা মূলত এ বিষয়গুলোর মাঝখানে আটকে গেছি। কারন

আমরা ভাবি এগুলো অর্জন করাই আমার জীবনে আসল সাফল্য। আমার এগুলো দেখলে হাসি লাগে। মানুষ কতই না পাগল এগুলো নিয়ে। এখন আমরা ভাব দেখাতে গিয়ে একজন আরেকজন থেকে বড় মনে করি। কিন্তু আল্লাহ আমাদের সমান মর্যাদা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কেউ কিনে iPhone, কেউ কিনে Rolex watch, কেউ কিনে BMW। এগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। কারণ এগুলো লাভ করে আমাদের মর্যাদা বাড়বে না বরং বাড়বে গীবত। যা বাস্তব কথা। ইংরেজিতে আছে"life is short but act is long"। মানুষের আয়তন সীমিত কিন্তু কর্ম দীর্ঘ। আমাদের কর্মই আমাদের অমর করে রাখবে, না কি আমাদের সম্পদ। সম্পদের সাগর না গড়ে, যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে আছেন অন্যকে সাহায্য করে যান। আপনি দেখবেন আপনি স্বার্থক। আমরা ছোটকাল থেকেই

ভালো চরিত্র গড়ে তুলবো। অন্যকে সাহায্য করবো, বড়দের সম্মান করবো, বাবা মার আদেশ পালন করব। আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নানা বাধা আসে। আপনাকে সবাই নানা খারাপ কথা বলবে। আমি একটি উদাহরণ দেই-আপনার বন্ধুরা অনার্স মাস্টার্স পাশ করে ভালো জায়গায় চাকরি পেয়েছে অথবা আপনি এসএসসি পাস করেছেন কিন্তু আপনি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন নি। তাই আপনার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মা আপনাকে অনেক কথাই বলবে। এখন ধরেন আমার কাছে এক হাজার টাকা আছে। এখন যদি আমি এটি কাউকে উপহার দিতে চাই, সবাই তা নিতে চাইবে। কারন ১ হাজার টাকার মূল্য আছে। এখন যদি আমি সেই ১ হাজার টাকা কে মাটিতে গোসাই বা মুচরে দি। কিন্তু তাও সবাই তা নিতে চাবে। কারণ সেটার মূল্য আছে। আপনাকেও সবাই খারাপ

কথা বলবে, মন্দ কথা বলবে। কিন্তু আপনি তো আপনি আছেন। আপনার মূল্য তো আর কমেনি। আপনি আপনার সাধনা চালিয়ে যান। দেখবেন আপনি একদিন সফল মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবেন। তখন কেউ আপনার গীবত করবেনা, সবাই আপনার সুনাম করতে থাকবে। আপনি তখন এক উদাহরণ ও জাতির জন্য আদর্শ হয়ে যাবে। তখন আপনার কষ্ট মিষ্টিতে পরিণত হবে। কেউ পরিশ্রম না করে সফল হতে পারেনা। কারণ industry is the key of success। এখন কিছু সাফল্যের দিক নিয়ে বলি। যেমন সফল বাবা। সফল বাবা হওয়া এত সহজ নয়। তার জন্য অনেক কর্তব্য পালন করতে হয়। আপনি তো একজন বাবা, কিন্তু আপনি কেমন বাবা আপনি কি আপনার সন্তানের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন। আপনার সন্তান কি পোশাক পরছে। না আপনি নিজেই এই

পোশাক তাকে কিনে দিচ্ছেন। এর জবাব কিন্তু আপনাকেই দিতে হবে। ভুলে যাবেন না। আপনি একজন মুসলমান। আল কুরান আপনার গাইড লাইন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আপনার আদর্শ। ইসলাম আপনার ধর্ম। কবর আপনার শেষ ঠিকানা। আমল আপনার সঙ্গে। আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লিখছি। প্রিয় বন্ধু,

"প্রিয় বাবা মা তার তার সন্তানকে নিয়ে ছুটির দিনে কোথাও ঘুরতে বেরিয়েছে কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে। তার গায়ে অনেক টাকার পোশাক। এরপর অনেক দামে মেকআপ দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছে। চুলগুলো এলোমেলো বাতাসে দুলছে যে জন্ম দিতে হবে এ কথা ভুলে গেছে। বাবা বাস্তবতার কারণে বলতে পারে নাই। মা দেখে খুব খুশি আমার মেয়েকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে।

এরপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। রাস্তায় তো ভদ্র ছেলেদের অভাব নেই। একজন আরেকজনকে ডেকে দেখাচ্ছে। দোস্ত আজ কিছু দেখতে পেরেছিস। দোস্ত উত্তর দিচ্ছে, কই না তো। শালা তুই অন্ধ হয়ে গিয়েছিস। দেখিনি দিনের বেলায় আকাশে চন্দ্র উকি দিচ্ছে। কি অপূর্ব দেখতে কত সুন্দর যেন পদ্ম হাসছে"। এই জঘন্য কথা সব বাবা-মার কানে যাচ্ছে। কিন্তু মা মিটমিট করে হাসছে আর মেয়ে

আরে তাকাচ্ছে। এবার আপনাদের পালা আপনারা একটু বলুন তো আপনি তো মুসলমান। মুসলমানদের সভ্যতা কি এই। সফল বাবা-মার পরিচয় হলো ছেলেমেয়েদের কোরআন শিক্ষা দেওয়া, সভ্যতা শিখানো। কিন্তু আপনি এগুলো পালন না করে উল্টো মেয়েকে আরও প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এরকম আরো উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আমি আজ সফল

মানুষ কিভাবে হওয়া যায় তা শেখানোর জন্য এসেছি। অনেকেই থেমে যান সাফল্য অর্জন করতে। তা না করে ধৈর্য ধারণ করে কঠোর সাধনার মাধ্যমে এগিয়ে যান। কিন্তু এখন সফল হয়েছেন, তাই বাবা মাকে বলে গেছেন। তা করা যাবে না। অনেক ছেলে আছে, যারা সফল হয়ে তার কাজে ব্যস্ত। বাবা মার খোঁজখবর নিতে তার সময় নেই। সে ভুলে যায় তার বাবা-মার অবদান। যার ফলে আজ সে সফল হয়েছে। সে ভুলে গেছে বাবা মার কষ্ট, তাদের দোয়া, তাদের মমতা। তাদের কথা ভুলে গিয়ে, সে সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বউ, সন্তান তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এগুলো করলে সে দুনিয়াতে সফল হতে পারবে, কিন্তু আখিরাতে না। তাই আমাদের বাবা মার প্রতি যে কর্তব্য রয়েছে, তা পালন করতে হবে। আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে আমরা দুনিয়া ও আখিরাত

দুইটাতেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। আল্লাহর মন জয় করতে পারি। পরিশেষে, এটাই হবে আমাদের আসল সাফল্য ও কষ্টের পর ও সাধনা ও ধৈর্যের ফল।